এক নজরে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ

১। 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩' (৩১-০১-২০২৩ খ্রি.)।

২। 'জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা'র প্রজ্ঞাপন জারি (০২-০৪-২০২৩ খ্রি.)।

৩। 'পেনশন পরিচালনা পর্ষদ গঠন' এর প্রজ্ঞাপন জারি (১৮-০৫-২০২৩ খ্রি.)।

৪। 'জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের চাকরি বিধিমালা, ২০২৩' এর প্রজ্ঞাপন জারি (১৮-০৫-২০২৩ খ্রি.)।

৫। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যের নিয়োগ প্রদান (০৩-০৭-২০২৩ খ্রি.)।

৬। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ এর জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান (০৩-০৮-২০২৩ খ্রি.)।

৭। মোবাইলে আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্ভিস চার্জ সংক্রান্ত সভা করে ০.৮০ শতাংশ সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ (০৩-০৮-২০২৩ খ্রি.)। ।

৮। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ এর সাথে (ক)বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (খ) রেজিস্ট্রার জেনারেল এর কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (গ) সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং (ঘ) সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর (০৯-০৮-২০২৩ খ্রি.)।

৯। সর্বজনীন পেনশন স্কিম এর ওয়েবসাইট (www.upension.gov.bd) তৈরি।

১০। সর্বজনীন পেনশন স্কিম এর ওয়েবসাইট বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক হোস্টিং (০৯-০৮-২০২৩ খ্রি.)।

১১। 'সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালা, ২০২৩' প্রণয়ন (১৩-০৮-২০২৩ খ্রি.)

সর্বজনীন পেনশন স্কিম সম্পর্কিত ব্রিফ

সর্বস্তরের জনগণকে একটি টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ১৭-০৮-২০২৩ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ টায় ভার্চুয়ালি সর্বজনীন পেনশন স্কিম উদ্বোধন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের অভ্যন্তরে ৮ টি জেলা (গোপালগঞ্জ, রংপুর, বাগেরহাট, রাঙ্গামাটি, সিলেট, পাবনা, ময়মনসিংহ, বরগুনা) এবং বৈদেশিক মিশন (জেদ্দা, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর) এ ভার্চুয়ালি সংযুক্ত থেকে সর্বজনীন পেনশন স্কিম উদ্বোধন করেন।

সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা থেকে ২০০৮ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এ বিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করাসহ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনে তিনি সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তনের সুনির্দিষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছিলেন। যারই ধারাবাহিকতায় সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালুর লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক ৩১-০১-২০২৩ খ্রি তারিখ "সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩" পাশ করা হয়।

বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৭ (সতের) কোটি। বর্তমানে গড় আয়ু ৭২.৩ বছর হলেও ভবিষ্যতে গড় আয়ু আরও বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে জনমিতিক লভ্যাংশ (Demographic Dividend) এর আওতায় আছে। বর্তমানে আমাদের মোট জনসংখ্যার ৬২% কর্মক্ষম। গড় আয়ু বৃদ্ধি এবং একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি জনিত কারণে ভবিষ্যতে নির্ভরশীলতার হার বৃদ্ধি পাবে বিধায় একটি টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। ১৮ বছরের অধিক বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় আনা সম্ভব হলে তারা একটি সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতাভুক্ত হবেন। সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা কার্যকর হলে ধীরে ধীরে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর সুবিধাভোগীর সংখ্যা কমিয়ে আনার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং আমাদের বয়স্ক জনসাধারণের সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে।

ইতোমধ্যে 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩' বাস্তবায়নে 'সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালা, ২০২৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালায় রয়েছে সর্বজনীন পেনশন এর স্কিমসমূহ, স্কিমে অংশগ্রহণের যোগ্যতা ও নিবন্ধন সংক্রান্ত বিষয়াদি, মাসিক চাঁদার পরিমাণ, শারীরিক ও মানসিকভাবে অসমর্থ চাঁদাদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়াদি, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি চাঁদাদাতা হইলে চাঁদা প্রদানের বিধান, চাঁদাদাতা বা পেনশনার নিখোঁজ হইলে চাঁদা প্রদানের বিধান, সমতা স্কিমে চাঁদাদাতার অনুকূলে সরকারি অর্থ জমা প্রদান, চাঁদাদাতা কর্তৃক নমিনী মনোনয়ন, স্কিমের রূপান্তর, স্কিমের স্বত্ব, প্রদত্ত চাঁদা হইতে ঋণ গ্রহণ, চাঁদাদাতা বা পেনশনারের মৃত্যুর পর স্কিমের বিপরীতে প্রাপ্য অর্থ প্রদান এবং চাঁদাদাতা বা পেনশনার মৃত্যুবরণ করিলে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধান।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ১৮ থেকে ৫০ বৎসর বয়সী একজন সুবিধাভোগী ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত এবং ৫০ বৎসরের উর্ধ্ব বয়স্ক একজন সুবিধাভোগী ন্যূনতম ১০ বছর চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে আজীবন পেনশন সুবিধা ভোগ করবেন। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী কর্মীগণও এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। পেনশনে থাকাকালীন ৭৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে পেনশনারের নমিনি ৭৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত পেনশন প্রাপ্য হবেন। চাঁদাদাতা কমপক্ষে ১০ বৎসর চাঁদা প্রদান করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ তা নমিনিকে ফেরত দেয়া হবে। চাঁদাদাতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তার জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ঋণ হিসাবে উত্তোলন করা যাবে। পেনশনের জন্য নির্ধারিত চাঁদা বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য করে কর রেয়াত পাওয়ার যোগ্য হবেন এবং মাসিক পেনশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ আয়কর মুক্ত থাকবে। সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে নিম্ন আয়সীমার নিচের নাগরিকগণের অথবা অস্বচ্ছল চাঁদাদাতার ক্ষেত্রে পেনশন তহবিলে মাসিক চাঁদার একটি অংশ সরকার অনুদান হিসাবে প্রদান করবে।

সর্বজনীন পেনশনের আওতায় মোট ০৪টি স্কিম রয়েছে। প্রতিটি স্কিমের জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মাসিক চাঁদার হার। স্কিমসমূহ হলো:

(ক) প্রবাস (প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য): বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানকারী যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক তার অভিপ্রায় অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধের শর্তে নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রবাস হতে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সমপরিমাণ অর্থ দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধ করাসহ প্রয়োজনে স্কিম পরিবর্তন করতে পারবেন। পেনশন স্কিমের মেয়াদ পূর্তিতে পেনশনার দেশীয় মুদ্রায় পেনশন প্রাপ্য হবেন। এই স্কিমে মাসিক চাঁদার পরিমাণ ৫০০০/-, ৭৫০০/- এবং ১০০০০/- টাকা।

প্রবাস স্কিম

মাসিক চাঁদার হার	৫,০০০ টাকা	৭,৫০০ টাকা	১০,০০০ টাকা
চাঁদা প্রদানের মোট সময় (বৎসরে)	মাসিক পেনশন (টাকা)	মাসিক পেনশন (টাকা)	মাসিক পেনশন (টাকা)
৪২	১,৭২,৩২৭	২,৫৮,৪৯১	৩,৪৪,৬৫৫
৪০	১,৪৬,০০১	২,১৯,০০১	২,৯২,০০২
৩৫	৯৫,৯৩৫	১,৪৩,৯০২	১,৯১,৮৭০
৩০	৬২,৩৩০	৯৩,৪৯৫	১,২৪,৬৬০
২৫	৩৯,৭৭৪	৫৯,৬৬১	৭৯,৫৪৮
২০	২৪,৬৩৪	৩৬,৯৫১	৪৯,২৬৮
১৫	১৪,৪৭২	২১,৭০৮	২৮,৯৪৪
১০	৭,৬৫১	১১,৪৭৭	১৫,৩০২

(খ) প্রগতি (ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান/কর্মচারী): প্রচলিত আইনের আওতায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তি/কর্মচারী বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে তাদের কর্মচারীদের জন্য এই স্কিমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্কিমের চাঁদার ৫০% কর্মী এবং বাকী ৫০% প্রতিষ্ঠান প্রদান করবে। কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ না করলেও, উক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন কর্মচারী নিজ উদ্যোগে এককভাবে এ স্কিমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। এই স্কিমে মাসিক চাঁদার পরিমাণ ২০০০/-, ৩০০০/- এবং ৫০০০/- টাকা।

প্রগতি স্কিম

মাসিক চাঁদার হার	২,০০০ টাকা	৩,০০০ টাকা	৫,০০০ টাকা
চাঁদা প্রদানের মোট সময় (বৎসরে)	মাসিক পেনশন (টাকা)	মাসিক পেনশন (টাকা)	মাসিক পেনশন (টাকা)
৪২	৬৮,৯৩১	১,০৩,৩৯৬	১,৭২,৩২৭
৪০	৫৮,৪০০	৮৭,৬০১	১,৪৬,০০১
৩৫	৩৮,৩৭৪	৫৭,৫৬১	৯৫,৯৩৫
৩০	২৪,৯৩২	৩৭,৩৯৮	৬২,৩৩০
২৫	১৫,৯১০	২৩,৮৬৪	৩৯,৭৭৪
২০	৯,৮৫৪	১৪,৭৮০	২৪,৬৩৪
১৫	৫,৭৮৯	৮,৬৮৩	১৪,৪৭২
১০	৩,০৬০	৪,৫৯১	৭,৬৫১

(গ) সুরক্ষা (স্বকর্মে নিয়োজিত নাগরিকগণের জন্য): অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বা স্বকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি যেমন: কৃষক, রিক্সাচালক, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতিসহ সকল অনানুষ্ঠানিক কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এই স্কিমে মাসিক চাঁদার পরিমাণ ১০০০/-, ২০০০/-, ৩০০০/- এবং ৫০০০/- টাকা।

সুরক্ষা স্কিম

মাসিক চাঁদার হার	১,০০০ টাকা	২,০০০ টাকা	৩,০০০ টাকা	৫,০০০ টাকা
চাঁদা প্রদানের মোট সময় (বৎসরে)	**মাসিক পেনশন (টাকা)**	**মাসিক পেনশন (টাকা)**	**মাসিক পেনশন (টাকা)**	**মাসিক পেনশন (টাকা)**
৪২	৩৪,৪৬৫	৬৮,৯৩১	১,০৩,৩৯৬	১,৭২,৩২৭
৪০	২৯,২০০	৫৮,৪০০	৮৭,৬০১	১,৪৬,০০১
৩৫	১৯,১৮৭	৩৮,৩৭৪	৫৭,৫৬১	৯৫,৯৩৫
৩০	১২,৪৬৬	২৪,৯৩২	৩৭,৩৯৮	৬২,৩৩০
২৫	৭,৯৫৫	১৫,৯১০	২৩,৮৬৪	৩৯,৭৭৪
২০	৪,৯২৭	৯,৮৫৪	১৪,৭৮০	২৪,৬৩৪
১৫	২,৮৯৪	৫,৭৮৯	৮,৬৮৩	১৪,৪৭২
১০	১,৫৩০	৩,০৬০	৪,৫৯১	৭,৬৫১

(ঘ) সমতা (স্বকর্মে নিয়োজিত অতি দরিদ্র নাগরিকগণের জন্য অংশ প্রদায়ক পেনশন স্কিম): বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক, সময় সময়, প্রকাশিত আয় সীমার ভিত্তিতে দারিদ্র্য সীমার নিম্নে বসবাসকারী স্বল্প আয়ের ব্যক্তিগণ [যাহাদের বর্তমান আয় সীমা বাৎসরিক অনূর্ধ্ব ৬০ (ষাট) হাজার টাকা] তফসিলে বর্ণিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এই স্কিমে মাসিক চাঁদার পরিমাণ ১০০০/- টাকা (চাঁদাদাতা ৫০০ টাকা + সরকারি অংশ ৫০০ টাকা)।

সমতা স্কিম

মাসিক চাঁদার হার	১,০০০ টাকা (চাঁদাদাতা ৫০০ টাকা+ সরকারি অংশ ৫০০ টাকা)
চাঁদা প্রদানের মোট সময় (বৎসরে)	**মাসিক পেনশন (টাকা)**
৪২	৩৪,৪৬৫
৪০	২৯,২০০
৩৫	১৯,১৮৭
৩০	১২,৪৬৬
২৫	৭,৯৫৫
২০	৪,৯২৭
১৫	২,৮৯৪
১০	১,৫৩০

সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালা, ২০২৩ এর তফসিলে সম্ভাব্য মাসিক পেনশনের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে এবং মাসিক পেনশনের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে বলেও উল্লেখ আছে। কোন চাঁদাদাতা প্রতিমাসে ১০০০ টাকা করে ২০ বছর চাঁদা প্রদান করলে অবসরের পর তিনি প্রতি মাসে সম্ভাব্য ৪৯২৭ টাকা করে পেনশন পাবেন। একই সময়ে মাসিক ২০০০ টাকা চাঁদায় সম্ভাব্য মাসিক পেনশন ৯৫৮৪ টাকা, ৩০০০ টাকায় সম্ভাব্য মাসিক পেনশন ১৪৭৮০ টাকা, ৫০০০ টাকায় সম্ভাব্য মাসিক পেনশন ২৪৬৩৪ টাকা, ৭৫০০ টাকায় সম্ভাব্য মাসিক পেনশন হবে ৩৬৯৫১ টাকা এবং ১০০০০ টাকায় সম্ভাব্য মাসিক পেনশন ৪৯২৬৮ টাকা।

উল্লেখ্য যে, আপাতত সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সর্বজনীন পেনশনের আওতা বহির্ভূত হবেন। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় থাকা ব্যক্তিগণ তাহাদের জন্য প্রযোজ্য স্কিমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, স্কিমে অংশগ্রহণ করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা সমর্পণ করিতে হইবে।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর চাঁদার হার এবং স্কিম পরিবর্তনের সুযোগ আছে।